নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৬ শ্রাবণ ১৪১২, ২১ জুলাই ২০০৫

For File

To: Rahim, Ms. Bhyian, & Alom, Library

22/7/05

মতামত

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন : চাই সবার সহযোগিতা

ড. এম আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বিস্তীর্ণ সমভূমি সমৃদ্ধ একটি ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ভৌগোলিকভাবেই এ দেশটি বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত। লোকসংখ্যা এবং আয়তনের দিক থেকে উত্তরাঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের বৃহত্তম জনপদ। সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, দারিদ্র্য মাথাপিছু আয় এবং শিক্ষার হারের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনপদ হলো উত্তরাঞ্চল। বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকার কারণে উত্তরবঙ্গ শুধু সনাতন কৃষিতে অগ্রগামী। উচ্চ ফলনশীল ধান বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হওয়ায় খাদ্য উদ্বৃত্ত দেখা দেয় বলে উত্তরবঙ্গের শস্য দিয়ে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের খাদ্যের অভাব পূরণ করা হয়। শুধু কৃষিকে বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং শিল্প কারখানা নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি, যা সমগ্রদেশের এক-চতুর্থাংশ। শুধু জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এ অঞ্চল আফ্রিকা মহাদেশের যে কোনো দেশের চেয়ে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ছাড়া যে কোনো দেশের চেয়ে বড়। এ বিশাল জনসংখ্যাবহুল উত্তরবঙ্গ পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব এবং অবহেলিত এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, দাতা দেশগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

একদিকে শিক্ষার অনগ্রসরতা অন্যদিকে শিল্পায়নের অভাব, এ দু'য়ে মিলে বেসরকারি পর্যায়ে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের চাকরির সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। এমনকি সরকারি পর্যায়েও এ অবস্থা তথৈবচ। শুধু সামান্য কিছু ছেলেমেয়ে সরকারি চাকরি পেয়ে থাকে জেলা কোটা পদ্ধতি বহাল থাকার কারণে। কোনো কারণে জেলা কোটা ব্যবস্থা উঠে গেলে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা আরো রুদ্ধ হয়ে যাবে। সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষা-দীক্ষার চিত্র বিশ্লেষণে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা একেবারেই নগণ্য। অবহেলিত এ জনপদের মানুষগুলোর উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেন বিলাসিতায় রূপ নেয়, কেননা এ অঞ্চলের মানুষ এতই গরিব, তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার্থে ঢাকা যাতায়াত করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাদের নেই। এসব বাধা উপেক্ষা করেও কিছু ছেলেমেয়ে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার চেষ্টা করছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যত কিছু করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো নারী শিক্ষার প্রসার। ইতিহাসের কিংবদন্তি দিকবিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি দিব।' মূলত নারী শিক্ষার প্রসার ছাড়া সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের চিন্তাই করা যায় না। উত্তরবঙ্গের নারী শিক্ষার অবস্থা একেবারেই উল্লেখ করার মতো নয়। সরকার নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মানের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে। উত্তরবঙ্গের নারী শিক্ষার প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আউট ক্যাম্পাস উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু বগুড়াতে স্থাপন করার দাবি জানাচ্ছি।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সমগ্র উত্তরাঞ্চল বঞ্চিত এবং অবহেলিত। সমগ্র উত্তরাঞ্চলে শুধু রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া বড় ধরনের কোনো আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হাসপাতাল নেই। চিকিৎসা সেবার অপর্যাপ্ততার দরুন এ অঞ্চলের অগণিত মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে। মৃত্যুর হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর জনপদের মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জীবনযাপনের মান বাড়ানোর জন্য, মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে এ অঞ্চল থেকে সরকারে ক্ষমতাধর প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক– যারা এ এলাকার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবেন। নয়তো এই বিশাল এলাকা অবহেলিতই থেকে যাবে।

পরিশেষে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট, বাংলাদেশের উত্তর জনপদ পৃথিবীর অন্যতম অবহেলিত এবং বঞ্চিত একটি জনপদ। এ দরিদ্রতম, বঞ্চিত, অবহেলিত জনপদের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার, দাতাগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ ও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উপদেষ্টা মণ্ডলী সকলের আন্তরিকতা ও সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। ■

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি